গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।
http://food.rangpurdiv.gov.bd
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নংঃ ১৩.০১.০০০০.২৬৩.৪৫.০০৫.২২. ৫৬৭ তারিখ - ২২/০৫/২০২২খ্রিঃ

বিষয় ঃ **অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা/২০১৭ এবং বোরো সংগ্রহ'২০২২ এর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক বিনির্দেশসম্মত ধান-চাল সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ।**

সূত্র ঃ ১. অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণায়ল, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং-৭২, তারিখ-১৯/০৪/২০২২ খ্রিঃ।
২. অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং-৭৪, তারিখ-২৮/০৪/২০২২ খ্রিঃ।
৩. অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণায়ল, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং-৮০, তারিখ-১১/০৫/২০২২ খ্রিঃ।
৪ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং-১১০, তারিখ-২২/০৫/২০২২ খ্রিঃ।

সূত্রস্থ ১নং স্মারকে প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ'২০২২ মৌসুমে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা, সংগ্রহমূল্য, এবং সূত্রস্থ ২নং স্মারকে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা, সংগ্রহমূল্য, চুক্তি স্বাক্ষরের সময়সীমা এবং উপজেলাভিত্তিক সিদ্ধ চালের বিভাজন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। যা অত্র দপ্তরের যথাক্রমে ১৯/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৭২ নং এবং ২৮/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৫৪৩ নং স্মারকে সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোরো ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সংগ্রহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে নিম্নরুপ নির্দেশনা প্রদান করা হল ঃ

১. কৃষকের অ্যাপভূক্ত উপজেলাসমূহে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন এবং লটারি সম্পন্ন করে ধান সংগ্রহ করতে হবে। কৃষকের অ্যাপ বহির্ভূত উপজেলাসমূহে কৃষি বিভাগের সহিত যোগাযোগ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তালিকা সংগ্রহ করে ধান ক্রয় সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
২. ধান সংগ্রহের জন্য স্থানীয় হাট-বাজার, জনবহুল স্থানে মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় কেবল টিভিতে বিজ্ঞাপন দিতে হবে।
৩. ১৫ জুন/২০২২ মাসের মধ্যে ৫০%, ৩০ জুন/২০২২ মাসের মধ্যে ৮০%, ১৫ জুলাই/২০২২ মাসের মধ্যে ৯০% এবং ৩১ জুলাই/২০২২ মাসের মধ্যে ১০০% চাল ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক জেলার বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করতে হবে।
৪. সংগ্রহ নীতিমালা ১৩(গ) নং অনুচ্ছেদ ও খাদ্য অধিদপ্তরের ১৩/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৯১ নং স্মারকের নির্দেশনা অনুসরণ করে মিল মালিককে খালিবস্তা সরবরাহরে পূর্বে অবশ্যই শতভাগ বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান করতে হবে। অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও ভুল স্টেনসীল প্রদান, স্টেনসীল প্রদান করতে অনিহা ও অজুহাত প্রদর্শন এবং স্টেনসীল প্রদানে ব্যর্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৩০ কেজি ও ৫০ কেজি সাইজের বস্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ১১/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৫৬১ নং স্মারকপত্র অনুসরণ করতে হবে।
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলার চুক্তিযোগ্য মিলের তালিকা (কমিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত) অত্র দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
৬. খাদ্য অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চুক্তির চুড়ান্ত তথ্য লিখিত আকারে এবং অচুক্তিকৃত মিলের তালিকা ও পাক্ষিক ছাঁটাইক্ষমতার তথ্য জরুরিভিত্তিতে অত্র দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
৭. মিল মালিকের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পরে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মিল মালিকগণকে বরাদ্দপত্র প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। বরাদ্দপত্র আবশ্যিকভাবে স্ব-স্ব ওয়েবপোর্টালে আপলোডসহ অত্র দপ্তরের ই-মেইলে প্রদান করতে হবে।
৮. খাদ্য অধিদপ্তরের ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৮৬২ নং স্মারকপত্রের মর্মানুযায়ী চলতি বোরো সংগ্রহ'২০২১ মৌসুমে এক উপজেলায় চুক্তিবদ্ধ চালকল মালিকদের অন্য উপজেলার খাদ্যগুদামে চাল সরবরাহ করা যাবে না। এরুপ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে খাদ্য অধিদপ্তর হতে অনুমোদন নিতে হবে।
৯. কোন গুদামে ৩০কেজি সাইজের খালিবস্তার স্বল্পতা দেখা গেলে ৫০কেজি সাইজের খালিবস্তায় চাল সংগ্রহ করা যাবে। খালিবস্তার স্বল্পতার অযুহাতে সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যাহত করা যাবে না।
১০. গুদামে ৩০ কেজি সাইজের পুরাতন বস্তা থাকলে নতুন বস্তা ব্যবহারের পূর্বেই পুরাতন বস্তা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
১১. সংগ্রহের আওতায় চাল বস্তাবন্দীকরণে সংগ্রহ নীতিমালার ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা ও বস্তা সেলাই সম্পর্কে খাদ্য অধিদপ্তরের ২০/২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ২৩৬(৭) নং স্মারকে নির্দেশনা কঠোরভাবে পরিপালন করতে হবে।
১২. সংগৃহীত চাল কোন অবস্থাতেই খাদ্য গুদামের প্যাসেজ বা করিডোরে ডাম্পিং করা যাবে না। ৫০০ মে.টন এবং ১০০০ মে.টন গুদামের প্রচলিত সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা মোতাবেক স্টান্ডার্ড খামাল গঠন করতে হবে। খামাল গঠনের ক্ষেত্রে চলাচল পরিকল্পনা, সড়ক এবং রেল শাখা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২২/৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৪৭৮ নং স্মারকপত্র অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ চাল ও গমের প্রতিটি খামাল ১৩০-১৩৫ মেঃটন এবং ধানের ক্ষেত্রে ৮৫-৯০ মেঃটন করে গঠন করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই সকল খামালের আকার একই পরিমাণের করা যাবে না। অর্থাৎ একটির আকার ১৩০ মেঃটন হলে অন্যগুলির আকার যথাক্রমে ১৩২ মেঃটন, ১২৫ মেঃটন এভাবে বিধি মোতাবেক সর্বোচ্চ আকারের খামাল গঠন করতে হবে। প্রতিটি খামালের ৫/৬ নং লেয়ারে খামালের দৃশ্যমান স্থানে খামাল নং, বস্তা সহ পরিমাণ, লেয়ারভিত্তিক বস্তার হিসাব উজ্জ্বল কালি দ্বারা লিখে রাখতে হবে। গুদামের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
১৩. হাস্কিং ও স্বয়ংক্রিয় মিলের চাল পৃথক পৃথক খামালে মজুদ করতে হবে। এর অন্যথা গ্রহনযোগ্য হবে না।
১৪. চলতি মৌসুমে জিংকসমৃদ্ধ ধান ক্রয় করা হবে। সংগৃহীত জিংক সমৃদ্ধ ধানের জন্য আলাদা খামাল করতে হবে এবং পরবর্তীতে ফলিত চালও আলাদা খামাল গঠন করে গুদামে মজুত রাখতে হবে।
১৫. কোন অবস্থাতে বিনির্দেশ বহির্ভূত/পুরাতন চাল ক্রয় করা যাবে না। কোথাও এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৬. সরবরাহকৃত ধান ও চালের মূল্য ডাব্লিউকিউএসসি দ্বারা সরাসরি সংশ্লিষ্ট কৃষক/মিলারের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

১৭. সংগ্রহকালীন সময়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ নিয়মিতভাবে এল.এস.ডি/সি.এস.ডি, স্থানীয় বাজার/রাইসমিল পরিবদর্শন করবেন। সংগৃহীত চালের মান ও পরিমাণ নিশ্চিতকরণসহ সংগ্রহের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। এবং এতদবিষয়ে প্রতিবেদন সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এ দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

22-08-02022

প্রাপক ঃ ১-৮. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,
রংপুর/দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড়
নীলফামারী/লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম/গাইবান্ধা।
৯. ব্যবস্থাপক, দিনাজপুর সি.এস.ডি, দিনাজপুর।

(মোঃ আশরাফুল আলম)
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
ফোন ঃ ০৫২১-৫২১৪০।
ই-মেইলঃ rcf.rng@dgfood.gov.bd

স্মারক নংঃ ১৩.০১.০০০০.২৬৩.৪৫.০০৫.২২. তারিখ - 22/8/22

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য।

১. বিভাগীয় কমিশানার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
২. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। মহাপরিচালক, মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৫. দপ্তর নথি।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
রংপুর বিভাগ, রংপুর।